Embassy of Bangladesh, Tokyo, Japan
Press Wing

PRESS RELEASE

Bangladesh and Japan Sign Historic EPA in Tokyo: Duty-Free Benefits for 7,379 Bangladeshi Products

Tokyo, Japan | February 6, 2026

In a landmark milestone for bilateral relations, Bangladesh and Japan officially signed the 'Economic Partnership Agreement' (EPA) today, February 6, 2026, in Tokyo. This is the first time Bangladesh has signed an Economic Partnership Agreement (EPA) with any country.

The Hon'ble Advisor for Commerce of Bangladesh, Mr. Sk. Bashir Uddin and H.E. Mr. HORII Iwao, State Minister for Foreign Affairs of Japan, signed the agreement on behalf of their respective governments at a prestigious ceremony held at the Ministry of Foreign Affairs of Japan. The Commerce Secretary, Mr. Mahbubur Rahman, the Ambassador of Bangladesh to Japan, H.E. Mr. Md. Daud Ali, the Ambassador of Japan to Bangladesh, H.E. Mr. SAIDA Shinichi, and senior officials from the Japan and Bangladesh Government were also present during the signing ceremony. The final agreement is the outcome of seven rounds of intensive and constructive negotiations held in Dhaka and Tokyo respectively, focusing on trade in goods and services, investment, and economic cooperation.

In his remarks at the ceremony, Commerce Advisor Mr. Sk. Bashir Uddin described the agreement as a reflection of the enduring and time-tested friendship between the two counties. He stated, "This EPA is not merely a trade document; it is a manifestation of Bangladesh’s bright economic future and the profound mutual trust between our two countries." He expressed optimism that the effective implementation of this agreement would initiate a new chapter of mutual respect and prosperity.

Under this agreement, Bangladesh will gain significant advantages in trade of both goods and services. Approximately 7,379 Bangladeshi products, including ready-made garments, will enjoy 100% duty-free access to the Japanese market. In return, Bangladesh has also broadened its market for Japan, allowing 1,039 Japanese products duty-free or preferential access in a phased manner.

Notably, with the inclusion of the 'Single Stage Transformation' facility for the apparel sector, Bangladeshi garments can now be exported to Japan much more easily, without complex conditions regarding raw materials. Alongside this, opportunities will be created for Bangladeshi skilled professionals to work in approximately 120 service sectors across 16

categories in Japan—including IT, engineering, education, caregiving, and nursing. This will ensure significant employment opportunities for Bangladeshis in Japan. In return, Bangladesh has agreed to open 98 sub-sectors under 12 categories for Japan.

Beyond increasing trade volume, it is expected to catalyze a new wave of Japanese Investment (FDI) in manufacturing, infrastructure, energy, and logistics, etc. The integration of Japanese advanced technology and investment will enhance the quality of domestic products, making Bangladesh more competitive globally. Additionally, by fostering the growth of Small and Medium Enterprises (SMEs) and developing a skilled workforce, this agreement will serve as a powerful tool for inclusive economic growth and the socio-economic development of Bangladesh as a whole.

বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও, জাপান
প্রেস উইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টোকিওতে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ঐতিহাসিক ইপিএ স্বাক্ষরিত: ৭,৩৭৯টি বাংলাদেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা

টোকিও, জাপান | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে আজ ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে টোকিওতে বাংলাদেশ ও জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে 'অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি' (ইপিএ) স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ এই প্রথম কোনো দেশের সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করল।

বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হোরি ইওয়াও জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান, জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মো: দাউদ আলী, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি এবং জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিটি পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে ঢাকা ও টোকিওতে অনুষ্ঠিত সাত দফা নেগোসিয়েশনের ফলাফল।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন তাঁর বক্তব্যে এই চুক্তিকে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এই ইপিএ চুক্তি কেবল একটি বাণিজ্যিক দলিল নয়; এটি বাংলাদেশের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে গভীর পারস্পরিক আস্থার বহিঃপ্রকাশ।" তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়ন পারস্পরিক সমৃদ্ধির একটি নতুন অধ্যায় শুরু করবে।

এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ পণ্য ও সেবা উভয় বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাবে। তৈরি পোশাকসহ প্রায় ৭,৩৭৯টি বাংলাদেশি পণ্য জাপানি বাজারে ১০০ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে। বিনিময়ে বাংলাদেশও জাপানের জন্য তার বাজার সম্প্রসারিত করেছে, যার ফলে ১,০৩৯টি জাপানি পণ্য পর্যায়ক্রমে শুল্কমুক্ত বা অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাবে।

উল্লেখ্য, পোশাক খাতে 'সিঙ্গেল স্টেজ ট্রান্সফরমেশন' সুবিধা যুক্ত হওয়ায় এখন থেকে কাঁচামাল নিয়ে কোনো জটিল শর্ত ছাড়াই বাংলাদেশি পোশাক খুব সহজে জাপানে রপ্তানি করা যাবে। এর পাশাপাশি, জাপানের আইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা, কেয়ারগিভিং এবং নার্সিংয়ের মতো প্রায় ১৬টি বিভাগে ১২০টি সেবা (Trade in service) খাতে বাংলাদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে, যা দেশের মানুষের জন্য জাপানে অধিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাপানের জন্য ১২টি বিভাগের আওতায় ৯৮টি উপ-খাত উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে।

বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি, এটি উৎপাদন, অবকাঠামো, জ্বালানি এবং লজিস্টিকস প্রভৃতি খাতে জাপানি বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাপানি উন্নত প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ হলে আমাদের দেশীয় পণ্যের মান বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) বিকাশ এবং একটি দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে এই চুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।